লকডাউনের প্রথম দিনে কুষ্টিয়ায় মানুষের চলাচল কমেছে

: করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সারা দেশে শুরু হয়েছে কঠোর লকডাউন। আজ সকাল থেকে শুরু করে ৭ জুলাই পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এই লকডাউন। কঠোর লকডাউনের প্রথম দিনে কুষ্টিয়ায় মানুষের চলাচল কমেছে; ফলে অনেকটাই ফাঁকা ফাঁকা দেখো গেছে শহরও উপজেলার বিভিন্ন এলাকা। অবশ্য সকাল থেকেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হতে হতে দুপুর পর্যন্ত ভারী বর্ষণের ফলে রাস্তায় মানুষের তেমন দেখা নেই।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কঠোর লকডাউন বাস্তবায়নে পুলিশ, র্যাবের পাশাপাশি বিজিবি ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। লকডাউন বাস্তবায়নে তারা টহল দিচ্ছে।

জেলার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখা যায়, গণপরিবহনসহ অন্যান্য যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকলেও জরুরি সেবার আওতায় থাকা যানবাহন চলাচল করছে। তবে ইজিবাইকের পাশাপাশি শহরের মধ্যে রিকশা চলতে দেখা গেছে।

সরকারি-বেসরকারি সব অফিস বন্ধ থাকায় মানুষের যাতায়াত কিছুটা কমেছে। যাঁরা জরুরি পেশার সঙ্গে জড়িত, তাঁরা বের হয়েছেন।
তবে সবাইকে পুলিশের চেকপোস্টের মুখে পড়তে হচ্ছে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাচ্ছি মিরপুর উপজেলার নওপাড়া এলাকার বাসিন্দা আব্দুল হালিম।
তিনি বলেন, ইজিবাইকে করে তার অসুস্থ্য বোনকে সাথে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছিলাম। তবে পথিমধ্যে বারখাদা ত্রিমোহনী, মঙ্গলবাড়ীয়া আলফার মোড়ে, ও মজমপুরে পুলিশের চেকপোস্টের মুখে পড়তে হয়েছে তাদের।

এদিকে মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ বাজারে দোকান খোলা রাখার অপরাধে দুজনকে আটক করে পুলিশ।।

এদিকে কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) খাইরুল আলমের নেতৃত্বে লকডাউন বাস্তবায়নে কঠোর অবস্থানে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

এদিকে, কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ

সাইদুল ইসলাম বুধবার রাতে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেন।

জেলা প্রশাসনের গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জেলায় সব ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা, শপিংমল, দোকান, রেস্তোরাঁ ও চায়ের দোকান বন্ধ থাকবে। তবে কাঁচাবাজার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় (মুদি) পণ্যের দোকান ও ওষুধের দোকান সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে খোলা রাখা যাবে।

লকডাউন চলাকালে সব পর্যটন কেন্দ্র, রিসোর্ট, কমিউনিটি সেন্টার ও বিনোদন কেন্দ্র বন্ধ থাকবে। আন্তঃজেলা ও দূরপাল্লার গণপরিবহন বন্ধ থাকবে। এছাড়া ইজিবাইক, থ্রি–হুইলারসহ সব যান্ত্রিক যানবাহন বন্ধ থাকবে। এ সময় সব সাপ্তাহিক হাট ও গরুর হাট বন্ধ থাকবে।

ওই গণবিজ্ঞপ্তিতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া (ওষুধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কেনা, চিকিৎসাসেবা, মরদেহ দাফন বা সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবে না। জরুরি প্রয়োজনে যারা ঘর থেকে বের হবেন, তাদের অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে।

আইন-শৃঙ্খলা এবং জরুরি পরিষেবা (কৃষি উপকরণ, খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্য পরিবহন, ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্যসেবা, গণমাধ্যম, বিদ্যুৎ, পানি, জ্বালানি তেল, ফায়ার সার্ভিস) চালু থাকবে। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম লকডাউনের সময় সবাইকে এসব বিধিনিষেধ মেনে চলার নির্দেশ দেন। অন্যথায় প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৮৩০ নমুনা পরীক্ষায় ৩২৪ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) অস্তিত্ব মিলেছে। জেলায় এটিই এখন পর্যন্ত এক দিনে সর্বোচ্চ শনাক্তের রেকর্ড। এছাড়াও এই সময়ের মধ্যে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় মোট শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ৫০ জন এবং মারা গেছেন ২১১ জন। সুস্থ হয়েছেন ৫ হাজার ৫৩৫ জন।

ঝিনাইদহে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে ১১ জনের মৃত্যু

ঝিনাইদহে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর আক্রন্ত হয়েছে ৯৭ জন। এর মধ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে সদরে ৩জন ও মহেশপুরে ১জনের মৃত্যু হয়। আর উপসর্গ নিয়ে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার চান্দুয়ালী গ্রামে এক জন, কোঁটচাদপুর দুই জন, শৈলকূপার শিক্ষক পাড়ায় এক জন এবং মহেশপুরে তিন জনের মৃত্যু হয়। জেলা সিভিল সার্জন অফিস এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

জেলা সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় সদর হাসপাতাল ল্যাব থেকে ২৪৪ টি নমুনার ফলা ফল হাতে এসেছে। এর মধ্যে ৯৭ জনের দেহে করোনার ধরা পরেছে। আর এসময়ের মধ্যে করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাক্তার হারুন-অর-রশিদ জানান, বর্তমানে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে প্রতিদিন নতুন নতুন রোগী ভর্তি হচ্ছে। রোগীর চাপ সামলাতে করোনা ইউনিটের শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বাড়তি রোগীর কারণে চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছে চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্টরা।

কঠোর লকডাউনের প্রথম দিন জনশুন্য মুজিবনগর

মেহেরপুর জেলায় খুব দ্রুত আকারে করোনা সংকট বৃদ্ধি পাওয়ায় আগামী ১ সপ্তাহের কঠোর লকডাউনের প্রথম দিনে জনশুন্য মুজিবনগর।

মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গনে তারই বাস্তব চিত্র দেখা যায়। অতি প্রয়োজন ছাড়া কাউকে বাইরে বের হতে দেখা যায় নি।

তবে সকাল থেকে পুলিশ সদস্যদের তদারকি করতে দেখা গেছে। এছাড়া সেনাবাহিনির একটি টহল টিম মুজিবনগর এসেছে।
এ সময় রাস্তায় যারা অযাথা ঘোরাঘুরি করছে তাদের বাসায় অবস্থান করা ও মাস্ক পরিধানসহ সচেতনতা অভিযান চালাই।
সব মিলিয়ে কেদারগন্জ বাজারের অবস্থা স্বাভাবিক।

ঝিনাইদহে লকডাউন বাস্তবায়নের জন্য বৃষ্টির মধ্যেও মাঠে আছে প্রশাসন

সারাদেশের ন্যায় ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে কঠোর লকডাইন। সকাল থেকে ওষুধ, কাচাবাজার ছাড়া সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে। সড়কে জনসাধারণের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। এদিকে লকডাউনের প্রথম দিনেই সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

বৃষ্টির কারণে অনেকটা জনশুণ্য রাস্তা ঘাট। আর এ লকডাউন বাস্তবায়নের জন্য বৃষ্টিরি মধ্যেও মাঠে আছেন প্রশাসন। এছাড়া প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য মাঠে নেমেছে সেনাবাহিনীর ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।

লে.কর্নেল মোর্শেদুল হাসান পিএসসি বলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী করোনা মহামারীর এ সময়ে সরকারি আদেশ নিশ্চিতকল্পে অসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার উদ্যেশ্যে নিয়োজিত রয়েছে। এরই অংশ হিসাবে ৫৫ পদাতিক ডিভিশন নিজ দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় নিয়মিত টহল পরিচালনা করছে।

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর টহল শুরু

করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সারা দেশে শুরু হয়েছে কঠোর লকডাউন। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে শুরু হওয়া এই লকডাউন ৭ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত চলমান থাকবে। কঠোর লকডাউন কার্যকর করতে পুলিশ, বিজিবির পাশাপাশি সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

কঠোর লকডাউনে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর একটি টিম ইতোমধ্যে মেহেরপুর এসে পৌঁছেছে। যশোর সেনানিবাস ১৭ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের সিও লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রিয়াজুল ইসলামের নেতৃত্বে সেনা সদস্যরা মেহেরপুরে এসে পৌঁছান।

জেলায় কঠোরভাবে লকডাউন বাস্তবায়ন করার লক্ষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে শহরসহ জেলার ৩ উপজেলায় সেনাবাহিনী লকডাউন সফল করতে দুপুরের পর থেকেই মাঠে নামবেন বলে জানা গেছে।

কুষ্টিয়া-১ আসনের এমপি সরওয়ার জাহান বাদশা করোনায় আক্রান্ত

কুষ্টিয়া-১ আসনের (দৌলতপুর) সংসদ সদস্য আ ক ম সরওয়ার জাহান বাদশাহ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এমপিপুত্র শাইখ আল জাহান শুভ্র ও সংসদ সদস্যের পিএস জিয়াউল কবির সুমন।

বাদশাহ এমপি কয়েক দিন ধরে ঠান্ডা-জ্বরে ভুগছিলেন। পরীক্ষা করালে তার শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়।

বুধবার (৩০ জুন) তার করোনা শনাক্ত হয়েছেন। তিনি ভালো আছেন। ঢাকায় হোম আইসোলেশনে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন।

সরোয়ার জাহান বাদশাহ ছাত্রলীগের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ছিলেন। তিনি সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-১ আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

কুষ্টিয়ায় করোনা শনাক্তে রেকর্ড ছাড়িয়েছে

কুষ্টিয়ায় করোনা পজিটিভ শনাক্তে রেকর্ড ছাড়িয়েছে। গেলো ২৪ ঘন্টায় জেলায় নতুন করে ৩২৪ জন (কোভিড-১৯) করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে। এবং মারা গেছে ৯ জন। এ নিয়ে কুষ্টিয়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন ২১১জন।

বুধবার রাতে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডাঃ এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, বুধবার কুষ্টিয়ায় ৮৩০ জনের নমুনা পরীক্ষায় মোট ৩২৪ জনের করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এম এ মোমেন জানান, হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে রোগী ভর্তির সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। করোনা আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৪ জনে। এর মধ্যে করোনা আক্রান্ত ১৬৫ জন এবং করোনা উপসর্গ নিয়ে আরও ২৯ জন রোগী চিকিৎসাধীন আছেন বলে জানানো হয়।

রোগী শনাক্তের হার এবং মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ সম্পর্কে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, লকডাউন চললেও মানুষ তা উপেক্ষা করে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করছে না। মাস্ক পরাসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে না। যে কারণে জেলায় এখন করোনার কমিউনিটি ট্রানজেকশন দেখা দিয়েছে। আর করোনার শুরু থেকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হচ্ছে না। সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে ছুটে আসছে। যে কারণে রোগী মৃত্যুর ঘটনা বাড়ছে।

গত কয়েকদিন ধরে দেখা যাচ্ছে, হাসপাতালে গড়ে প্রতিদিন ৮-১০ জন করোনায় ও উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুবরণ করছেন। হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এম এ মোমেন জানান, হাসপাতালে আপাতত অক্সিজেনের কোন সঙ্কট নেই। আর এখন থেকে প্রতিদিন ১০০ অক্সিজেন সিলিন্ডার কুষ্টিয়া থেকেই রিফিল করা সম্ভব হচ্ছে। বাকি অক্সিজেন সিলিন্ডার আগের মত প্রতিদিন যশোর থেকেই রিফিল করে আনা হবে। এদিকে আগামী এক সপ্তাহের জন্য কঠোর লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৬৬ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৬৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ২৬ জন, গাংনীতে ৩৫ জন এবং মুজিবনগরে ৫ জন।

বুধবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৪২টি। তারমধ্যে ৬৬জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৫১৪ জন। তার মধ্যে সদরে ১৯৬ জন, গাংনীতে ২২১ জন এবং মুজিবনগরে ৯৭ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৫১ জন। মৃতদের মধ্যে সদরে ১৯ জন, গাংনী ২০ জন ও মুজিবনগরে ১২ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

মুক্তিযুদ্ধে ১৬ জন নিহত! শহীদের মর্যাদা চান কোহিনুর ভিলার সদস্যরা

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের পানি ও খাবার দিয়ে সহযোগিতা করেছিল কুষ্টিয়া শহরের দেশওয়ালীপাড়ার কোহিনুর ভিলার সদস্যরা। আর এ কারণে ওই পরিবারের ১৬ সদস্যকে ১৯৭১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছিল রাজাকার আলবদর ও আলশামস বাহিনীর সদস্যরা।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, কোহিনুর ভিলার সামনে মুক্তিযোদ্ধা মনোগ্রাম খচিত একটি সাইনবোর্ডে নিহত ১৬ জনের নাম লেখা রয়েছে। ভেতরে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল দীর্ঘদিনের পুরোনো ওই বাড়ির জরাজীর্ণ অবস্থা। একতলা বাড়িটির ছাদে টিন, রেলের পাত ও শালকাঠের পিলার দেয়া।

সেসব সহ পলেস্তারা খসে পড়ছে। তবে বাড়িটি বসবাসের অযোগ্য হলেও জোড়াতালি দিয়ে কোনো রকমে বসবাস করছে পরিবারের সদস্যরা। এছাড়াও কোহিনুর ভিলার পেছনে ১৬ জনের গণকবরটিও রয়েছে অযত্ন আর অবহেলায়। বছরের আজকের দিনটিতে কেবল পরিবারের পক্ষ থেকে মিলাদ মাহফিল করা হয়ে থাকে। তবে মুক্তিযুদ্ধ সংসদ কিংবা প্রশাসনের আয়োজনে কোনো অনুষ্ঠান বা শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় না।

কোহিনুর ভিলার সদস্য আব্দুল হালিম বলেন, ১৯৭১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে কোহিনুর ভিলার ১৬ সদস্যকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছিল রাজাকার আলবদর ও আলশামস বাহিনীর সদস্যরা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের পানি ও খাবার দিয়ে সহযোগিতা করার কারণে তাদের হত্যা করা হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের গণকবর দেয়। হত্যার শিকার ওই ১৬ সদস্যের মধ্যে কোহিনুর ভিলার গৃহকর্তাসহ তার স্ত্রী-সন্তান, কর্মচারী, আত্মীয় ছিল।

তিনি বলেন, ‘কোহিনুর ভিলার সামনে মুক্তিযোদ্ধা মনোগ্রাম খচিত ওই সাইনবোর্ডটি দেখে মানুষ মনে করে আমরা সরকারিভাবে অনেক সহযোগিতা পেয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের কোনো সহযোগিতা করা হয় না। আমাদের থাকার ঘরের পরিবেশ নেই এবং সেই গণকবরটিও অযত্ন আর অবহেলায় পড়ে আছে।

তিনি সরকারের কাছে দাবি করে বলেন, ‘কোহিনুর ভিলার নিহতদের যেন শহীদের মর্যাদা দেয়া হয়। আমরা পরিবারের সদস্যরা সেই অপেক্ষাতে আছি।

কুষ্টিয়া জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার হাজী রফিকুল আলম টুকু বলেন, ‘এই কোহিনুর ভিলা রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এই বাড়িসহ গণকবরটি নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা হচ্ছে। আশা করি আমরা স্মৃতি সংরক্ষণ করতে সক্ষম হব। ওই পরিবারের একজনকে আমরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব। আর ওই নিহত ১৬ জনকে শহীদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুর শিশু পরিবারে মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের জন্মদিন পালন

মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের ৪১তম জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারে বালকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী এবং মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানার নেতৃত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি আব্দুল বাসেদ অভিক সহ ছাত্রলীগকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের দীর্ঘায়ু কামনা জন্য মোনাজাত করা হয়।